দৈনিক ইনকিলাব

MAR. 11 2002
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ... ৪......

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড

বখশিবাজার, ঢাকা-১২১১

নকলের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী/শ্লোগান

১) পরীক্ষায় নকল শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে। জাতিকে বিপর্যস্ত করে।
২) পরীক্ষায় নকল করা বা নকলে সহায়তা প্রদান করা থেকে বিরত থাকুন।
৩) নকল প্রতিরোধ করুন।
৪) নকল করে ডিগ্রী নিয়ে নিজেকে প্রতারিত করবেন না, হতাশ হবেন না।
৫) নকল করে পাওয়া ডিগ্রী কর্মজীবনে কোন কাজে আসে না।

পরীক্ষার্থীদের প্রতি ঃ

১) নকল করে বহিষ্কৃত হলে শিক্ষা জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়া চিরতরে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। শিক্ষা জীবন ধ্বংস হওয়ার ফলে কর্মজীবন হতাশ ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে।
২) পরীক্ষায় নকলকারী সমাজে ঘৃণ্য ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়।
৩) নকল করে পরীক্ষা পাসের দুর্বলতা আজীবন বয়ে বেড়াতে হয় এবং এজন্য কর্মজীবনে পদে পদে লজ্জিত ও বিব্রত হতে হয়।
৪) ভুয়া পরিচয় দিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে ছাত্র-ছাত্রী কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড কিংবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে। এর ফলে পরবর্তীকালে চাকরি, ব্যবসায় প্রতিটি স্তরে ভয়ংকর প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হবে।

শিক্ষকদের প্রতি ঃ

১) পরীক্ষক হিসাবে নকলে সহায়তা প্রদান করলে
(ক) বহিষ্কৃত হতে পারেন। (খ) বেতন ভাতাদি বন্ধ হতে পারে। (গ) চাকরিচ্যুত হতে পারেন।
২) এর ফলে নিজের, পরিবারের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়াসহ আর্থিক অনটন সৃষ্টি হতে পারে। ফলে কর্মজীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।
৩) শিক্ষক হিসেবে নকলে সহায়তা করে অভিযুক্ত হওয়া সমগ্র শিক্ষক সমাজের জন্য কলংকস্বরূপ। নিজের অপকর্মের দায় যাতে শিক্ষক সমাজের উপর না বর্তায় সে বিষয়ে সচেতন থাকুন।

নকলের সহায়তা প্রদানকারীদের প্রতি ঃ

১) পরীক্ষার হলে নকল সরবরাহ করলে বা নকলে সহায়তা প্রদান করলে কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড কিংবা উভয়বিধ দণ্ড হতে পারে।
২) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সম্বলিত কোন কাগজপত্র অথবা পরীক্ষার জন্য প্রণীত হয়েছে বলে মিথ্যা ধারণাদায়ক কোন কাগজ যে কোন উপায়ে ফাঁস, প্রকাশ বা বিতরণ করা হলে কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড কিংবা উভয়বিধ দণ্ড হতে পারে।

প্রফেসর মোঃ ইউসুফ ফারুক
চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

পি-৫৪০/২০০২(৮"x২)